যুগান্তর

তারিখ 01 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

সংসদে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট বিল উত্থাপিত

সংসদ রিপোর্টার

দেশ-বিদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ৮৫ কোটি ৯৫ লাখ টাকার তহবিল পরিচালনার বিধান রেখে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন-২০১৬ সংসদে উত্থাপিত হয়েছে। রোববার জাতীয় সংসদে বিলটি উত্থাপন করেছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান। পরে বিলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব এ ট্রাস্টের প্রধান ও সদস্য সচিব হবেন। তথ্য, শিক্ষা, অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের প্রতিনিধিরা ট্রাস্টের সদস্য থাকবেন। বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ প্রসঙ্গে বিবৃতিতে বলা হয়, জাতীয় পর্যায়ে দক্ষ ও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও গবেষক তৈরি এবং বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২০১০ সালের জুলাই মাস থেকে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮৫ কোটি ৯৫ লাখ টাকা ব্যয়ে 'বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ অন সাইন্স অ্যান্ড আইসিটি' প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ দেয়ার জন্য একটি ট্রাস্ট গঠনের নির্দেশ দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে গতবছর ২৩ নভেম্বর মন্ত্রিসভায় আইনটি অনুমোদন পায়। আইনটিতে সরকারি অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত থাকায় সংবিধানের ৮২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিলটিতে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ নেয়া হয়েছে।

শিগগির উঠছে সাক্ষী সুরক্ষা আইন : মামলায় সাক্ষীদের সুরক্ষা দিতে সরকার একটি আইন করতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক। রোববার জাতীয় সংসদে ফজিলাতুন্নেসা ইন্দিরার সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান। ফজিলাতুন্নেসা ইন্দিরা বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্ব ও সাহসের কারণে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলছে। কিন্তু সাক্ষীদের বিভিন্নভাবে প্রাণহানির হুমকি দেয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে এই সংসদে সাক্ষী সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হবে কিনা? জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, সাক্ষী সুরক্ষার ড্রাফট এখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আছে। এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এবং খুব শিগগির তা মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে উত্থাপন করা যাবে।